আজকের কাগজ

তারিখ 27 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মাদ্রাসা ছাত্ররা কি শিখছে?

মোবারক হোসেন সেলিম

'গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নামে অবাধ স্বাধীনতার জন্ম হয়েছে, আর অবাধ স্বাধীনতার নামে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কায়েম করে দুনিয়ার মানুষকে করে তুলছে স্বেচ্ছাচারী একনায়ক।'

পাঠক এটি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর গ্রন্থ থেকে তুলে দেয়া উদ্ধৃতি নয়। আমার নিজস্ব রচনাও নয়। এই ছত্র ক'টি স্বাধীন বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগোষ্ঠীর দেশে সরকারীভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নবম-দশম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত একটি পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত শিক্ষা।

সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে ইসলামী ভাবধারায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য একটি পৃথক ধারার শিক্ষা পদ্ধতি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ধারার শিক্ষা পদ্ধতির অধীনে দেশের হাজার হাজার ভবিষ্যৎ নাগরিক শিক্ষিত হয়ে উঠছে। কিন্তু আজ সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, কি শিখছে মাদ্রাসার ছাত্ররা? আমরা কি জানি তার ঠিক ঠিক খবর?

কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাসায় দাখেল ১ম বর্ষে পড়াশোনা করে এমন একজন ছাত্রের বড় ভাই আমাকে বাংলাদেশ মাদ্রসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য অবশ্য পাঠ্য দাখেল 'ইসলামী পৌরনীতি' বইটি পড়তে দেন। বইটির রচয়িতা মুঃ সেকান্দর আলী এম. এ. সহকারী শিক্ষক, নব কুমার ইনস্টিটিউশন, ঢাকা এবং বইটি সম্পাদনা করেছেন এ. বি. এম. আব্দুল মোতালেব বি. এ. (অনার্স) এম. এ., বি. সি. এস. (শিক্ষা), সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা। বইটির প্রকাশক খোশরোজ কিতাব মহল। বইটি এখনও পাঠ্য।

আমার জানা মতে এই লেখার শুরুতে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে 'গণতন্ত্র ও পার্লামেন্ট' সম্পর্কে, এমন কোন ব্যাখ্যা বা নির্দেশ পবিত্র কুরআন বা হাদীসে নেই। বইটির প্রকাশকাল দেখে অনুমান করা যায়, ঐ সময়ের শাসকদের জন্য বইটির এই বক্তব্য বিরাট দার্শনিক (?) রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু বইটি সম্পূর্ণ পাঠ করলে বোঝা যায় লেখক ও সম্পাদক (মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডও কি নয়), দু'জনে সম্ভবত ঐ সময়ের শাসকদের জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে গণতন্ত্রের কদর্য ব্যাখ্যা দান করে তাদের অন্যতম কদর্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। পুরো বইটি ইতিহাস বিকৃতিতে ভরা। তথ্য বিকৃতি ও উপান্ত বিভ্রান্তি ইত্যাদি সহযোগে লিখিত এক বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর কথামালার দলিল এটি। আসুন কিছুটা পরখ করা যাক সে সব।

বইটির ২২ পৃষ্ঠায় আছে : 'বস্তুত, রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই নাগরিক।' আবার ২৩ পৃষ্ঠায় আছে : 'পরিবারের যিনি কর্তা হবেন তিনি অবশ্যই মুসলমান হবেন'। কিন্তু প্রশ্ন হল এদেশে বহু হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ পরিবার আছে, তাদের পরিবারের কর্তাকেও কি মুসলমান হতে হবে? আর রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই কি দেশের নাগরিক? যে বা যাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে বসবাস করছেন, যাদের কেউ কেউ বেশ কুখ্যাত, তিনিও কি এদেশের নাগরিক?

৫৫ পৃষ্ঠায় একনায়কতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : 'বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান এরূপ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।' তার পরই আছে : 'গণতন্ত্রের দুর্বলতার জন্য একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়'। প্রশ্ন হচ্ছে, শেখ মুজিব যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটি লেখক/সম্পাদক কোথায় পেলেন? কিভাবে তা বিচার হবে? অবশ্য শেখ মুজিবকে একনায়ক হিসাবে বর্ণনা করার মাজেজাটা এর পরই পাঠক টের পাবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ এলেই। তার আগে আসুন জাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে। ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। লেখক ১৯৭১ সালের আগে ৭৬৮ বছরের ইতিহাস শুধু জানেন, তার আগের ইতিহাস তার কাছে ততটা স্পষ্ট নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে একটি কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ *রাজনৈতিকভাবে* জন্মলাভ করে নি। লেখকের ভাষায় দেশটির রাজনৈতিক সৃষ্টি ১৯৪৭ সালে *পাকিস্তান সৃষ্টির* মধ্য দিয়ে।

কিন্তু লেখক বাংলাদেশ সৃষ্টির দার্শনিক ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন ৮৭ পৃষ্ঠায় : "বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দুদের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভূমিকা ছিল যুক্ত ভারতের পক্ষে আর পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা; বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুয়ানী ধর্মবিশ্বাস। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে ঐ ভাবধারার প্রভাব এসে পড়ে এবং ক্রমেই তা রাজনৈতিকভাবে এদেশে চালু হয়ে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব ও ইসলামী চিন্তাধারার আসল রূপ থেকে এরা সরে পড়ে। পরিণতিতে বাংলাদেশে পৃথক হওয়ার আন্দোলন চলতে থাকে পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই, যার পরিণতি আজকের বাংলাদেশ।" পাঠক লক্ষ্য করুন ১৯৭১ সালের ৭৬৮ বছর আগে এই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নেই, আর লেখকের ব্যাখ্যা মতে বাংলাদেশের জন্মদানকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও মুক্তিযোদ্ধারা হিন্দু প্রভাবিত (তবে এরা অমুসলিম কিনা সে ব্যাপারে লেখক মন্তব্য করেন নি) যদিও লেখক বই-এর পৃষ্ঠা ১৪তে জানিয়েছেন এদেশের জনসংখ্যার ৯৫% জনই মুসলমান। বাংলা ভাষার প্রশ্নে লেখকের মন্তব্যগুলো আরও দুর্বিষহ মুর্খতা আর কূপমণ্ডকতায় ভরা। ১১১ ও ১১২ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে লেখকের দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক। "ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় ভাষা হিসাবে আরবী ও ফারসী ব্যবহার করত।" ফারসী ভাষা তাদের কাছে মাতৃভাষার মতই মনে হত। আল্লাহ রক্ষা করেছেন, এখানে লেখকই স্বীকার করছেন ফারসী মাতৃভাষার মত মনে হত। অর্থাৎ তাহলে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা একটা ছিল বটে তখন। তবে এরপরই লেখক শিক্ষার্থীকে জানাচ্ছেন ইংরেজরা ফারসী ভাষার ব্যবহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হতে উঠিয়ে দেয় ও এর পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করে। কিন্তু মুসলমানরা এর বিরোধিতা করে। মুসলমানরা বাংলাভাষার প্রতি উদাসীন ছিল কারণ : (১) এক জিলার ব্যবহৃত বাংলাভাষার সাথে অন্য জিলার বাংলার কোন মিল ছিল না (২) বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণ ও জিলা ভেদে ভিন্ন ধরনের (৩) আদালতের রায়, মন্তব্য ও মতামত প্রত্যেক অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। (৪) ফারসী ভাষায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা যায় যা বাংলায় করা যায় না। (৫) বাংলা মূলতঃ হিন্দুয়ানী ভাষা।

বাংলাভাষা সম্পর্কে লেখকের চূড়ান্ত মন্তব্য : "ঈমান, আক্বীদা, ইসলামী আইনকানুন বাংলাভাষায় রক্ষা করা যাবে না বলেই মুসলমানরা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে পারেনি।" একটি বিষয় লক্ষণীয় লেখক বাংলা ভাষাতেই তার মনের কথাটি কিন্তু অকপটে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এখানে ফারসী বা অন্য ভাষার দরকার হয়নি। আর লেখক এভাবেই আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহযোগে আমাদের জাতিসত্তার শেকড় উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে তিনি একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা যে মহান আল্লাহর দান, সেই সত্যটিকেও অস্বীকার করেছেন।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তক দাখিল ইসলামী পৌরনীতিতে বাঙালী ও বাংলাদেশ সম্পর্কে কোমলমতি কিশোর যুবকদের স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবাদর্শগত বিষয়টিকে একটি ধিকৃত বিজাতীয় আমদানী বলে প্রমাণ করার কসরত দেখানো হয়েছে। এর ফাঁকে ফাঁকে পাকিস্তান সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্ব আর আন্দোলনের বিশাল বর্ণনা জুড়ে দিয়েছেন তিনি। পরে ১২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, তা পাকিস্তানে আদৌ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। মুসলিম লীগ সরকারের এহেন কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানে নতুন এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদের আবির্ভাব ঘটে যারা প্রগতির নামে মুসলমানদের দুর্গতির দিকে ঠেলে দেয়।" আবার ১২৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন : "বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) যে হারে বস্ত্রকল গড়ে উঠার কথা ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে ও ওদের স্বার্থান্বেষী দৃষ্টি ভংগির জন্য তা সম্ভব হয়নি। এ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাংশ পশ্চিমাংশ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথক হয়ে পড়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।"

পাঠক এখনো ধৈর্য ধরে পড়ছেন তো? লক্ষ্য করুন বাঙালীরা কি বেঈমান, তাদেরকে যখন বৈষম্যমুক্ত করা হচ্ছিল তখনই তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথক হয়ে গেল। এটাতো হবেই কারণ বাঙালীরা তো নালায়েক ওরা ধর্মনিরপেক্ষতার মত মতবাদকে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, স্বাধীনও হতে চেয়েছিল। ১২৪ পৃষ্ঠায় লেখকের ভাষায় : "এদেশে এর আগে এমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। ১৯৭০ সালে জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় জয়যুক্ত করেছিল তাদেরকে গণ অধিকার আদায়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া ছিল জনগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদের দেয়া হয়নি। জনগণের কাছে মিথ্যার বুলি বলে, উন্নতির ষোলকলা পূর্ণ করার মিথ্যাওয়াদা এবং নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মহল এদেশের নেতৃত্বে বসেছিল। কথায় বলে আল্লাহর মার দেশের বার।" পাঠক চিন্তা করুন পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালীর রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ সংগ্রামের সামান্যতম কথা এ বইতে নেই। লেখকের স্ববিরোধিতার নজিরবিহীন ছাপ পাওয়া যায় ১২৫ পৃষ্ঠায়। এর আগে লেখক এই দেশের মানুষকে বাংলা ভাষা বিরোধী সংগ্রামে নামিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে ঐ মানুষদেরকে ভাষা আন্দোলনে নামালেন কারণ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানীরা (বাঙালীরা বা বাংলাদেশীরা নয়) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুললো। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হ'ল। লেখকের ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানের ভুট্টোর ক'রসাজিতে সামরিক অধিনায়ক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করে। এর মধ্যে আশ্চর্য ব্যাপার, বলা নেই কওয়া নেই, শেখ মুজিব নামে এক লোক (লেখক যার ন্যূনতম পরিচয় বইয়ে দেন নি) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেডকোর্সের এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করে বলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এরই পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশীরা পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয় তার পর ঐ বছর ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় এদেশীয় মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেন। পাঠক, এর পর ১২৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে (১৫ নং প্রশ্ন) : 'বাংলাভাষা চর্চা হিন্দুদের একচেটিয়া' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর? ১৯ নং প্রশ্নঃ 'মুসলিম লীগ কখন এবং কিভাবে গঠিত হয়?' ২০ নং প্রশ্নঃ 'পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ।' ২১ নং প্রশ্নঃ 'পূর্ব পাকিস্তান কেন পাকিস্তান থেকে পৃথক হল তার কারণ উল্লেখ কর?' ২৫ নং প্রশ্ন : 'বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের উপর একটি রচনা লেখ।'

আমাদের শুধু একটি প্রশ্ন, একজন নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র আলোচ্য দাখেল ইসলামী পৌরনীতি অবশ্যপাঠ্য বইটি পড়ে উপরের প্রশ্নোত্তরগুলি মুখস্ত করার পর কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঐ শিক্ষার্থী সমর্থন করবে? সে কি দেশপ্রেমিক হয়ে গড়ে উঠতে পারবে? আমাদের স্বাধীনতাকে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম বলে মনে করবে? আমাদের সেনাবাহিনীর '৭১-এর ভূমিকাকে কিভাবে সে মূল্যায়ন করবে?

দাখিল ইসলামী পৌরনীতি বইটি সামগ্রিকভাবেই স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সত্যপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে, শঠতা ও মিথ্যাচারিতার মাধ্যমে পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রোপাগাণ্ডা কর্মের অংশ বিশেষ। লেখক আলোচ্য বইটিতে শুধু মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা নয়, সুকৌশলে সত্যকে গোপন করেছেন। বইটির কোথাও লেখা নেই কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, কারা নেতৃত্ব দিয়েছিল। লেখা নেই ছাত্র আন্দোলনের কথা, একছত্রেও লেখা নেই পাক হানাদারদের নৃশংসতার কথা, রাজাকার-আলবদরদের হত্যা-লুট-নারী ধর্ষণের কথা। লেখা নেই কারা সে দিন পবিত্র ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করে ইসলামের নামে এই ভূখণ্ডে এজিদ-সীমারের নারকীয় উল্লাসে প্রতিটি জনপদে কারবালা কায়েম করেছিল। কারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল, কারা এদেশের গ্রামে ও শহরে '৭১ সালে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কায়েম করে কোটি কোটি মানুষকে দেশের অভ্যন্তরেই পরদেশী করেছিল, প্রায় এক কোটি লোককে ভারতে শরণার্থী করেছিল?

আলোচ্য বইটিতে সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা উত্তরকালের শাসনকে ইসলামবিরোধী শাসন হিসাবে কটাক্ষ করা হয়েছে। ১৮২ পৃষ্ঠায় তা বর্ণনা করা হয় এভাবে : "সে সময় রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলামের পরবর্তীতে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রে পরিণত করা হয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ভাটা পড়ে। ১৯৭৫ সালে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শ্রেণীর সরকারের পতন ঘটে। এর আগে ১৯৭৪ সালে লাহোরে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। এতে মুসলিম বিশ্বের সাথে এদেশের ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" উপরের কথাগুলোর সারাংশ কি? সে সময় ইসলামকে বাদ দেয়া হয় কারণ সরকারটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রী। কি পাপ? অথচ মুসলিম বিশ্ব এহেন একটি সরকারকে ১৯৭৪ সাল লাহোরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানালো? এহেন একটি সরকার কি না মুসলিম বিশ্বের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলো? আসলে এই ফ্যাসিস্টদের শত অপচেষ্টার মধ্যেও সত্য প্রকাশ পায় এভাবেই।

এছাড়া বইটিতে অন্যান্য অসংগতি রয়েছে প্রচুর। যার সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কেবল উপাত্ত বিভ্রান্তির একটি নমুনা দিচ্ছি। এদেশের মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কে বইটির ১৪ পৃষ্ঠায় জানানো হল জনসংখ্যার ৯৫% জন মুসলমান, ৮৬ পৃষ্ঠায় জানানো হল ৯০ % জন মুসলমান, ১০% হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, ১৮২ পৃষ্ঠায় দেখা গেল ৮০% জন মুসলমান, ১৮৩ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে ৮০% জন মুসলমান ১৫% জন বৌদ্ধ ৩% জন হিন্দু এবং ২% জন খৃষ্টান। বুঝে দেখুন পাঠরত ছাত্রটির কি দশা হবে এতে!

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হতে ক্ষমতা গ্রহণকারী সকল সরকারই জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা ব্যবস্থার 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারী'র দায়িত্ব পালন করেছে। যার ফলে সমাজদেহে ফ্যাসিস্টদের দৌরাত্ম্য আজো প্রবল। শুধু তাই নয় ওরা স্বীয় অপকর্মের দায়ভার নিষ্পাপ কোমলমতি নতুন প্রজন্মের মস্তিষ্কে বপন করেছে ইসলামী আদর্শের বুলি কপচিয়ে।

আমি জানি না এই বইটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন বিতর্ক উঠেছিল কিনা! সম্ভবতঃ ওঠে নি। না ওঠারই কথা। আর এই বিতর্ক না ওঠার মধ্যে দিয়ে এদেশের বিবেক বলে পরিচিত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার কারণও আমরা আর একবার অনুধাবন করতে পারছি।

দেশ আজ স্বৈরাচারমুক্ত। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংসদের অধিকাংশ আসনেই মুক্তিযোদ্ধারা বিজয়ী হয়েছেন। সেই সব বিজয়ী ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, আলোচ্য বইটি পাঠ করুন এবং এটিকেই শুধু নয়, একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটির মাধ্যমে আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে একটি সামগ্রিক তদন্ত অনুষ্ঠান করুন। জাতিকে 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারী' হিসেবে বেড়ে ওঠার দায়ভাগ থেকে বাঁচান। সেই সাথে পরম শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীদেরকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগের মাধ্যমে বেসরকারী পর্যায়ে আমাদের উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকসমূহের উপর একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের আহবান জানাচ্ছি। দেশের বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল প্রকাশনা ও গণমাধ্যমকে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

মোবারক হোসেন সেলিম : লেখক, মুক্তিযোদ্ধা। জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা।

তারিখ 27 NOV 1991
পৃষ্ঠা কলাম